Visit http://www.asram.org

তোবিত

১ নেফ্‌তালি গোষ্ঠীর আসিয়েল-বংশধর তোবিতের জীবনচরিত-পুস্তক: তোবিত তোবিয়েলের সন্তান, তোবিয়েল
আনানিয়েলের সন্তান, আনানিয়েল আদুয়েলের সন্তান, আদুয়েল গাবায়েলের সন্তান। ২ আসিরিয়া-রাজ
শাল্‌মানেসেরের আমলে তোবিতকে থিস্‌বে থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল; এই থিস্‌বে রয়েছে উত্তর গালিলেয়া
প্রদেশে নেফ্‌তালি-কাদেশের দক্ষিণে, পশ্চিম দিকে, সেফাতের উত্তরে। ৩ আমি, তোবিত, আমার জীবনের সমস্ত দিন
ধরে সত্য ও ধর্মময়তার পথে চলেছি। আসিরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত নিনিভেতে আমার সঙ্গে নির্বাসিত ভাইদের ও
স্বজাতীয়দের আমি বহু অর্থদানে উপকৃত করেছি।

আসিরিয়ায় প্রবাসী তোবিত

৪ আমার পিতৃপুরুষ নেফ্‌তালির গোষ্ঠী যখন দাউদকুলকে ছেড়ে যেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনও আমি
ইস্রায়েল দেশে আমার গ্রামে ছিলাম, তখনও আমি যুবা। অথচ ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র যেরুসালেমই
ছিল যজ্ঞবলি উৎসর্গের জন্য মনোনীত নগরী; এমনকি তার মধ্যে ঈশ্বরের আবাস সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যা
ভাবী যুগের সকল মানুষের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ৫ ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম দান শহরে যে বাছুর
তৈরি করেছিলেন, আমার সকল ভাই ও আমার পিতৃপুরুষ নেফ্‌তালির গোষ্ঠীর সকলেই গালিলেয়ার পর্বতে পর্বতে
সেই বাছুরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত। ৬ নানা পর্ব উপলক্ষে কেবল আমিই প্রায় যেরুসালেমে যেতাম; এভাবে
আমি সেই বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতাম, যা চিরকালের মত সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য আদিষ্ট। আমি তখন ফল ও
পশুদের প্রথমাংশ, গবাদি পশুদের দশমাংশ ও আমার মেষগুলোর ছাঁটা প্রথম লোম সঙ্গে নিয়ে যেরুসালেমে দৌড়ে
৭ আরোন-সন্তান যাজকদের হাতে যজ্ঞবেদির উদ্দেশে সবই তুলে দিতাম। যেরুসালেমে সেবায় নিযুক্ত লেবীয়দের
কাছেও আমি গম, আঙুররস, তেল, ডালিম, ডুমুর ও অন্যান্য ফলের প্রথমাংশ দিয়ে দিতাম। পর পর ছ'বছর ধরে
আমি দ্বিতীয় দশমাংশটিকে টাকায় পরিণত করে প্রতি বছর যেরুসালেমে গিয়ে সেইখানে তা রাখতাম। ৮ যে সকল
এতিম, বিধবা ও প্রবাসী মানুষ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বাস করে, তৃতীয় দশমাংশটি তাদেরই জন্য ছিল। তিন বছর
অন্তর আমি তা উপহার রূপে সেখানে নিয়ে যেতাম, এবং মোশীর বিধানের বিধি অনুসারে ও আমাদের পিতৃপুরুষ
আনানিয়েলের মাতা দেবরার নির্দেশবাণী অনুসারে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতাম; কেননা আমার পিতার
মৃত্যুতে আমি এতিম হয়ে পড়েছিলাম। ৯ আমার বয়স হলে আমি আন্না নামে আমার কুলের একজন মহিলাকে বিবাহ
করলাম; সে আমার ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল, যার নাম তোবিয়াস রাখলাম।
১০ আসিরিয়াতে নির্বাসনকাল এসে উপস্থিত হলে আমাকে দেশছাড়া করা হল, এবং শেষে আমি নিনিভেতে এসে
পৌঁছলাম। আমার সকল ভাই ও আমার স্বজাতীয় লোক সকলেই বিজাতীয়দের খাবার খেত; ১১ কিন্তু আমার পক্ষ
থেকে, বিজাতীয়দের তেমন খাবার না খেতে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম; ১২ আর যেহেতু আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে
ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা রক্ষা করলাম, ১৩ সেজন্য পরাৎপর আমাকে শাল্‌মানেসেরের অনুগ্রহের পাত্র করলেন,
ফলে আমি তাঁর সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বে নিযুক্ত হলাম। ১৪ আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মেদিয়া প্রদেশে যাত্রা করে তাঁর
হয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করতাম; সেসময়েই আমি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ভাই গাবায়েলের কাছে গিয়ে
বস্তায় করে দশ রুপোর মোহর গচ্ছিত রাখলাম।
১৫ শাল্‌মানেসেরের মৃত্যুতে তাঁর সন্তান সেন্নাখেরিব তাঁর পদে রাজা হলেন; তখন মেদিয়ার সমস্ত রাস্তা অগম্য
হওয়ায় আমি সেখানে আর ফিরে যেতে পারলাম না। ১৬ শাল্‌মানেসেরের সময়ে আমি অর্থদানে আমার স্বজাতীয়
লোকদের বহুবার উপকৃত করতাম; ১৭ ক্ষুধিতদের দিতাম খাবার, বস্ত্রহীনদের কাপড়, এবং আমার স্বজাতীয় কোন
মৃত মানুষকে নিনিভের নগরপ্রাচীরের পিছনে ফেলানো অবস্থায় দেখলে তাকে সমাধি দিতাম। ১৮ সেন্নাখেরিবের
ঈশ্বরনিন্দার জন্য স্বর্গের রাজা তাঁকে শাস্তি দিলে তিনি যুদেয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন
ফিরে এসে যাদের হত্যা করলেন, আমি তাদেরও সমাধি দিলাম—তাঁর ক্রোধে তিনি বহু বহু মানুষকেই হত্যা
করেছিলেন। তাই আমি সমাধি দেবার জন্য তাদের মৃতদেহ চুরি করতাম, আর সেন্নাখেরিব বৃথাই তাদের খোঁজ
করতেন। ১৯ কিন্তু নিনিভে-নিবাসী একজন লোক গিয়ে রাজাকে জানালেন, আমিই গোপনে সেই মৃতদেহগুলোর
সমাধি দিয়েছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম, রাজা ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য আমার খোঁজ
করছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ে পালিয়ে গেলাম। ২০ আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, সবই রাজার
ধনভাণ্ডারে চলে গেল। আমার কিছুই আর থাকল না; কেবল আমার স্ত্রী আন্না ও আমার ছেলে তোবিয়াস থাকল।
২১ তবু চল্লিশ দিন কাটতে না কাটতেই রাজার সন্তানদের দু'জনে রাজাকে হত্যা করল; তারপর তারা আরারাট দেশে
আশ্রয় নিল। তাঁর সন্তান এসার্‌হাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন। আমার ভাই আনায়েলের ছেলে আহিকারকে রাজ্যের
কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল, তাকে সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বও দেওয়া হল। ২২ তখন আহিকার আমার হয়ে
প্রার্থনা করল, তাই আমি নিনিভেতে ফিরে আসতে পারলাম। আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের সময়ে আহিকার ছিল
প্রধান পাত্রবাহক, ন্যায়-মন্ত্রী, সমস্ত বন্দোবস্তের প্রধান পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ; এসার্‌হাদ্দোন তাকে এই সমস্ত পদে
রেখেছিলেন। সে ছিল আমার জ্ঞাতি, ছিল আমার আপন ভাইপো।

পরীক্ষার মধ্যে তোবিত

২ সুতরাং, এসার্‌হাদ্দোনের রাজত্বকালে আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম, এবং আমার স্ত্রী আন্না ও ছেলে
তোবিয়াসের সাহচর্যও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন উপলক্ষে, অর্থাৎ [সপ্ত]
সপ্তাহের পর্বের দিন উপলক্ষে ভাল খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল, আর আমি ভোজে আসন নিলাম। ২ আমার সামনে
নানা রকম রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, এমন সময় আমি আমার ছেলে তোবিয়াসকে বললাম, ‘সন্তান,
এবার যাও; নিনিভেতে নির্বাসিত আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এমন কোন দরিদ্র মানুষকে খুঁজে বের কর যে সমস্ত
হৃদয় দিয়ে প্রভুর কথা স্মরণ করে; তাকে এখানে নিয়ে এসো, সে আমার সঙ্গে এই ভোজে সহভাগিতা করুক। দেখ,
সন্তান, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।’ ৩ তাই তোবিয়াস আমাদের ভাইদের মধ্যে এক দরিদ্র মানুষের
খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ফিরে এসে বলল, ‘পিতা!’ আমি উত্তর দিলাম, ‘তবে, সন্তান, কী হল?’ সে বলে চলল,
‘পিতা, আমাদের স্বজাতীয় মানুষদের একজনকে এইমাত্র গলা টিপে খুন করা হয়েছে; তার মৃতদেহ বাজারের খোলা
জায়গায় ফেলা হয়েছে, সে এখনও সেখানে পড়ে আছে।’ ৪ আমি আমার খাবার আর স্পর্শ না করে তখনই লাফিয়ে
উঠে লোকটিকে সেই খোলা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আমাদের একটা কক্ষে রাখলাম, যেন সূর্যাস্তের পরে তার সমাধি
দিতে পারি। ৫ আবার ভিতরে এসে আমি স্নান করে শোকার্ত মনে খাওয়া-দাওয়া করলাম; ৬ হ্যাঁ, আমার মনে
পড়ছিল বেথেল সম্বন্ধে নবী আমোসের এই উক্তি:

তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে;
ও তোমাদের সকল ভোজ বিলাপে পরিণত হবে।

৭ তখন আমি কাঁদলাম। সূর্য অস্ত গেলেই আমি গিয়ে একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিলাম। ৮ আমার
প্রতিবেশীরা আমাকে বিদ্রূপ করে বলছিল, ‘দেখ, তার আর ভয় নেই! অথচ ঠিক একারণেই ওরা গতবার প্রাণদণ্ডের
জন্য তাকে খোঁজ করেছিল। তখন তাকে পালাতে হয়েছিল, আর এখন, দেখ, সে আবার মৃতদের সমাধি দিচ্ছে!’
৯ সেই রাতে স্নান করলাম; পরে উঠানে গিয়ে উঠানের প্রাচীরের ধারে শুয়ে পড়লাম। গরমের কারণে মুখ না
ঢেকেই রেখেছিলাম; ১০ আমি তো জানতাম না যে, আমার উপরে, সেই প্রাচীরে, কয়েকটা চড়ুই পাখি ছিল; তাদের
গরম মল আমার চোখের মধ্যে পড়ল; তা কেমন সাদা সাদা দাগ জন্মাল, আর আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের
কাছে যেতে হল। কিন্তু তারা যত মলম লাগাত, সেই সাদা দাগের কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি তত ক্ষীণ হয়ে যেত;
শেষে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলাম। চার বছর ধরেই আমি অন্ধ হয়ে রইলাম, আর এই ব্যাপারে আমার সকল ভাই যথেষ্ট
দুঃখ পেল। আহিকার দু’বছর ধরে আমার ভরণ-পোষণের ভার নিল, পরে তাকে এলিমাইসে যেতে হল।
১১ সেসময় আমার স্ত্রী আন্না মজুরির ভিত্তিতে কাজকর্ম করতে লাগল; ১২ সে নিজের কাজ মালিকদের দিত, আর
তারা তার প্রাপ্য মজুরি দিত। একদিন—দিস্ত্র মাসের সপ্তম দিনে—সে একটা বোনা কাপড় শেষ করে মালিকদের
কাছে পৌঁছে দিল, আর তারা তার পুরো প্রাপ্য ছাড়া উপহার হিসাবে রান্নার জন্য একটা ছাগলছানাও তাকে দিল।
১৩ ছাগলছানা আমার বাড়িতে ঢুকেই ডাকতে লাগল; আমার স্ত্রীকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এই প্রাণী কোথা
থেকে আসে? এমনটি কি হতে পারে না যে, তা চুরি করা হয়েছে? তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দাও, কেননা চুরি
করা জিনিস খাওয়ার অধিকার আমাদের নেই!’ ১৪ সে আমাকে বলল, ‘ছাগটা মজুরির ওপরি উপহার হিসাবেই তো
আমাকে দেওয়া হয়েছে।’ আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না, আর তাকে তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দিতে
বললাম; এই ব্যাপারে আমি তার জন্য লজ্জাবোধ করছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে বলে উঠল, ‘তোমার সমস্ত
অর্থদান এখন কোথায়? তোমার সমস্ত দয়াকর্ম কোথায়? এই যে, তোমার এ দুরবস্থা দেখেই তা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে!’
৩ প্রাণে দুঃখ পেয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগলাম। পরে এই বিলাপ-প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম:

২ প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার সকল কাজও ধর্মময়।
তোমার সমস্ত পথ দয়া ও সত্যমণ্ডিত।
তুমি বিশ্ববিচারক।
৩ এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর, আমার দিকে চেয়ে দেখ।
আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না,
আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়।
৪ তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি অবাধ্য হয়ে
তারা তোমার সম্মুখে পাপ করেছে।
তুমি আমাদের লুটপাট, বন্দিদশা ও মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছ;
যাদের মাঝে আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তুমি এমনটি হতে দিয়েছ,
আমরা হব সেই সকল জাতির গল্প, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার বস্তু।
৫ এখন, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের অপরাধ অনুসারে
যখন তুমি আমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছ,
তখন তোমার সকল বিচার সত্যময়,

কারণ আমরা তোমার আজ্ঞাগুলিও পালন করিনি,
সত্যের শরণে তোমার সম্মুখেও চলিনি।
৬ এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর,
দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে আত্মাকে কেড়ে নাও,
মাটি থেকে অপহৃত হয়ে আমি যেন আবার মাটি হই ;
আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়,
কেননা আমাকে কতগুলো অন্যায্য টিটকারি শুনতে হয়েছে,
আর আমার অন্তর বড় দুঃখেই ভরা।
দোহাই প্রভু, এই পীড়ন থেকে আমাকে মুক্ত কর ;
আমার চিরন্তন স্থানের দিকে আমাকে রওনা হতে দাও ;
প্রভু, আমা থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না তোমার শ্রীমুখ।
কেননা এই মহা পীড়নের সম্মুখীন হয়ে জীবনযাপন করার চেয়ে
আমার পক্ষে বরং মৃত্যুই ভাল ;
টিটকারি শোনা এবার আমার কাছে অসহ্য !

সারা

৭ সেই একই দিনে এমনটি ঘটল যে, মেদিয়া দেশে এক্‌বাতানা-নিবাসিনী রাগুয়েলের মেয়ে সারাকেও তার
পিতার একটি দাসীর মুখে নানা টিটকারি শুনতে হল। ৮ ব্যাপারটা হল এই যে, তাকে সাতবারই বিয়ে দেওয়া
হয়েছিল ; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটবার আগেই অসৎ অপদূত আস্‌মদেয়স তার প্রত্যেকটি স্বামীকে মেরে
ফেলেছিল। এই সারাকেই সেই দাসী বলল, 'তুমি, তুমি নিজেই তোমার স্বামীদের মেরে ফেল ! দেখ, এর মধ্যে
সাতবারই তোমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনকেও ভোগ করতে পারনি। ৯ তোমার স্বামীরা মারা
গেছে বলে আমাদেরই মারছ কেন ? তাদের সঙ্গে চলে যাও ! আর আমাদের যেন তোমার গর্ভজাত কোন ছেলে বা
মেয়েকে দেখতে না হয় !' ১০ সুতরাং সেদিনে সারা বড় দুঃখ পেল, চোখের জল ফেলল, এমনকি পিতার উপরতলার
ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আবার চিন্তা-ভাবনা করে সে মনে মনে বলল, 'পাছে লোকে আমার
পিতাকে অপমান করে ! লোকে নিশ্চয় তাঁকে বলবে : "তোমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, মেয়েটি তোমার খুবই প্রিয়া
ছিল, এখন মনের দুঃখে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে।" তাতে আমি আমার পিতার এমন ব্যথাই ঘটাব, যা তার বৃদ্ধ
বয়সকে পাতালে নামিয়ে দেবে। না, গলায় ফাঁস না দিয়ে আমি বরং মৃত্যুর জন্য প্রভুকে মিনতি করব, আমাকে যেন
জীবনে আর কোন টিটকারি শুনতে না হয়।' ১১ ঠিক সেই ক্ষণে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এই
প্রার্থনা নিবেদন করল :

'ধন্য তুমি, দয়াবান ঈশ্বর,
যুগে যুগে ধন্য তোমার নাম।
তোমার নিখিল সৃষ্টি তোমাকে ধন্য বলুক চিরকাল।
১২ আমি এখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তোমারই দিকে চোখ তুলি।
১৩ এমনটি বল আমি যেন পৃথিবী থেকে মুক্তি পাই,
তবেই আমাকে আর কোন টিটকারি শুনতে হবে না।
১৪ তুমি তো জান, প্রভু,
পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থেকে আমি নিজেকে শুদ্ধ রেখেছি,
১৫ আমার নিজের নামের অমর্যাদা করিনি,
আমার পিতার নামেরও অমর্যাদা করিনি এই নির্বাসনের দেশে।
আমি আমার পিতার একমাত্র মেয়ে ;
তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এমন পুত্রসন্তান তাঁর নেই ;
ঘনিষ্ঠ তাঁর এমন আর কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয়ও নেই,
যার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।
সাত সাতজন স্বামীকেই তো এর মধ্যে হারিয়েছি :
এখনও বেঁচে থাকব তাতে কী লাভ ?
আমার মৃত্যু ঘটাতে তুমি প্রীত না হলে,
তবে দয়ার চোখেই আমার দিকে তাকাও ;
এমন টিটকারি শোনার ধৈর্য আমার আর নেই।'

১৬ সেসময়ে দু'জনেরই প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হল ; ১৭ তাই দু'জনকে নিরাময় করতে রাফায়েল
প্রেরিত হলেন ; তিনি তোবিতের চোখ থেকে সেই সাদা দাগ সরিয়ে দেবেন, যেন তোবিত তাঁর নিজের চোখেই

ঈশ্বরের আলো দেখতে পান; আবার তিনি রাগুয়েলের মেয়ে সারাকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের হাতে বধূরূপে দান করবেন ও সেই অসৎ অপদূত আস্মদেয়স থেকে তাকে মুক্ত করে দেবেন। কেননা অন্য সকল প্রার্থীর চেয়ে তোবিয়াসেরই সারাকে বিয়ে করার অধিকার ছিল। যেসময় তোবিত উঠান থেকে ঘরে ফিরে আসছিলেন, সেই একই সময় রাগুয়েলের মেয়ে সারা সেই উপরতলার ঘর থেকে নিচে নেমে আসছিল।

তোবিয়াস

৪ সেইদিনে তোবিতের সেই রুপোর কথা মনে পড়ল, যা তিনি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাবায়েলের কাছে গচ্ছিত
রেখেছিলেন; ২ তখন তিনি ভাবলেন, 'আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন, মরবার আগে, আমার ছেলে
তোবিয়াসকে ডেকে সেই রুপোর কথা তাকে জানাব না কেন?' ৩ তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডাকলেন, তাকে
বললেন, 'আমার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেবে; তোমার মাকে সম্মান করে চলবে, তোমার
জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাঁকে ত্যাগ করবে না; তিনি যাতে প্রীতা, তা-ই তুমি করবে; তিনি দুঃখ পান, এমন
অবকাশ তুমি কখনও সৃষ্টি করবে না। ৪ সন্তান, মনে রেখ, তুমি তাঁর গর্ভে থাকতে তিনি তোমার জন্য কতগুলো
বিপদের সম্মুখীন না হয়েছেন। যখন তাঁর মৃত্যু হবে, তখন আমার পাশে একই সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেবে।
৫ সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে; পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না। তোমার
জীবনের সমস্ত দিন ধরে সৎকর্ম করে চলবে; অন্যায্যতা-পথে পা বাড়াবে না। ৬ তুমি সত্যের সাধক হলে তোমার
সমস্ত কর্ম সফল হবে, ঠিক যেমন তারই কর্ম সফল হয়, যে ধর্মময়তা পালন করে। ৭ অর্থদানের জন্য তোমার সম্পদ
থেকে একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখ। দীনদরিদ্রের প্রতি কখনও বিমুখ হয়ো না, তবে তোমার প্রতি প্রভুও বিমুখ হবেন
না। ৮ তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক: তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প
অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না। ৯ এইভাবে পীড়নের দিনের জন্য উত্তম ধন সঞ্চিত রাখবে, ১০ কেননা অর্থদান মৃত্যু
থেকে নিস্তার করে, অন্ধকারে যাওয়া থেকে প্রাণকে উদ্ধার করে। ১১ যারা তার অনুশীলন করে, তাদের সকলের পক্ষে
অর্থদান পরাৎপরের সামনে বহুমূল্য উপহার।
১২ সন্তান, সমস্ত অনৈতিক আচরণ এড়িয়ে চল; এমন বধূকে বেছে নাও, যে তোমার পিতার বংশের মানুষ;
বিজাতীয় স্ত্রীলোককে নিয়ো না, অর্থাৎ এমন স্ত্রীলোককে নিয়ো না, যে তোমার পিতার গোষ্ঠীর মানুষ নয়, কেননা
আমরা নবীদেরই সন্তান। আদি থেকে যাঁরা আমাদের পিতৃপুরুষ, সেই নোয়া, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কথা
স্মরণ কর; তাঁরা সকলে তাঁদের কুটুম্বের স্ত্রীলোককেই বিবাহ করলেন, তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আশিসপ্রাপ্ত হলেন,
এবং তাঁদের বংশ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।
১৩ সন্তান, তোমার ভাইদের ভালবাস; তোমার হৃদয়ে তোমার ভাইদের প্রতি—তোমার জাতির পুত্রকন্যাদেরই
প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করো না; তাদেরই মধ্য থেকে বধূ বেছে নাও। কেননা গর্ব সর্বনাশের ও গভীর অস্থিরতার
কারণ। অলসতায় রয়েছে দারিদ্র ও হীনাবস্থা, কারণ আলস্য ক্ষুধার মাতা।
১৪ তোমার জন্য যে কাজ করে, পরদিন পর্যন্ত তার মজুরি আটকিয়ে রেখো না, সঙ্গে সঙ্গেই তা তার হাতে দাও;
তুমি এভাবে ঈশ্বরের সেবা করলে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। সন্তান, যা কিছু কর, তাতে সতর্ক থাক, তোমার
আচার-আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখ। ১৫ যা তুমি চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তুমিও তা কাউকে করো না। মত্ততা
পর্যন্ত আঙুররস খেয়ো না, মদোন্মত্ততাকে তোমার সহযাত্রী হতে দিয়ো না। ১৬ ক্ষুধার্তদের তোমার খাদ্য, এবং
বস্ত্রহীনদের তোমার কাপড় দান কর। তোমার যা কিছু বাড়তি, তা অর্থদানে দান কর, তুমি অর্থদান করলে তোমার
চোখ যেন অসন্তোষের দৃষ্টিতে না তাকায়। ১৭ তোমার আঙুররস ও তোমার রুটি ধার্মিকের সমাধিমন্দিরের উপরে
রাখ, পাপীদের কিন্তু তা দিয়ো না।
১৮ যে কোন সদ্বিবেচক লোকের কাছে পরামর্শ চেয়ে নাও; উত্তম কোন পরামর্শ তুচ্ছ করো না। ১৯ সবকিছুতেই
প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন, যেন তোমার যত
পথ ও সঙ্কল্প সফল করেন; কেননা এমন কোন জাতি নেই যা প্রজ্ঞার অধিকারী, বরং প্রভুই সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেন।
প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করেন কিংবা পাতালের গভীরে অবনমিত করেন। তাই এখন, সন্তান, এই সকল আজ্ঞা
মনে রাখ; এগুলিকে তোমার হৃদয় থেকে মুছে যেতে দিয়ো না।
২০ আর এখন, সন্তান, আমি তোমাকে এই কথা জানাচ্ছি যে, মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ছেলে
গাবায়েলের কাছে আমার দশ রুপোর মোহর গচ্ছিত রাখা আছে। ২১ আমরা গরিব হয়েছি, এর জন্য ভয় করো না।
তোমার ঈশ্বরভয় থাকলে, তুমি সমস্ত পাপ এড়ালে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলকর তা-ই করলে,
তবেই তোমার মহত্তর ঐশ্বর্য হবে।'

রাফায়েল

৫ তখন তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতকে উত্তরে বলল, 'পিতা, আপনি আমাকে যা করতে আজ্ঞা করেছেন, আমি তা
করব। ২ কিন্তু আমি যখন তাঁকে চিনি না, উনিও আমাকে চেনেন না, তখন পুঁজিটা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পারব?
উনি আমাকে চিনে যেন আমাকে বিশ্বাস করেন ও রুপোর তাল আমার হাতে তুলে দেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে
কী চিহ্ন দিতে পারি? তাছাড়া মেদিয়ার মধ্যে এই যাত্রার জন্য যে কোন্ পথ আমাকে ধরতে হবে, তাও আমি জানি

না।' ৩ উত্তরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে বললেন, 'আমরা দু'জনে এক দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, তা আমি দু'টুকরো করেছিলাম, যেন এক একজনের হাতে অর্ধেক দলিল থাকে। আমি সেই এক টুকরো নিয়েছিলাম, আর এক টুকরোটা রুপোর সঙ্গে রেখে এসেছিলাম। আজ কুড়ি বছর হল যখন আমি রুপোটা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন, সন্তান, এমন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর যে তোমার সহযাত্রী হতে পারে। যতদিন তুমি ফিরে না আস, তাকে ততদিনের জন্য উপযুক্ত মজুরি দেব। পরে যাও, রুপোটা ফিরিয়ে আনতে গাবায়েলের কাছে যাত্রা কর।'

৪ মেদিয়ার মধ্যে তার সঙ্গে যাত্রা করবে, পথ-জানা এমন লোকের খোঁজে তোবিয়াস বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই সে রাফায়েল দূতকে সামনে পেল—সে তো আদৌ জানত না, তিনি ঈশ্বরের এক দূত। ৫ সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, তুমি কোথাকার মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার ইস্রায়েলীয় ভাইদের একজন, কাজের অনুসন্ধানে এসেছি।' তোবিয়াস বলে চলল, 'তুমি কি মেদিয়ার মধ্যে যাবার পথ জান?' ৬ তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আমি বারবার সেখানে গিয়েছি, তার সকল পথ আমার ভালই জানা আছে। আমি মেদিয়ায় প্রায়ই গিয়েছি, গিয়ে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে বাস করে গাবায়েল নামে আমাদের এমন ভাইয়ের বাড়িতে থাকতাম। এক্‌বাতানা থেকে রাজেশ পর্যন্ত দু'দিনের পথ; রাজেশ পার্বত্য অঞ্চলে, আর এই এক্‌বাতানা সমতল ভূমিতে অবস্থিত।' ৭ তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার পিতাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসি। আমার দরকার আছে, তুমি আমার সঙ্গে যাত্রা করবে; আমি তোমাকে উপযুক্ত মজুরি দেব।' ৮ তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখ, আমি অপেক্ষা করছি; কিন্তু বেশি দেরি করবে না।'

৯ তোবিয়াস গিয়ে তাঁর পিতাকে কথা জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে একজন লোককে পেয়েছি।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো, যেন আমি জানতে পারি, সে কোন্ কুলের ও গোষ্ঠীর মানুষ; আবার, সন্তান, আমি যেন বুঝতে পারি, সে তোমার সঙ্গে যাত্রা করার মত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা।' ১০ তোবিয়াস বাইরে গিয়ে লোকটিকে ডাকল, 'বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন।'

তিনি তাঁর বাড়ির ভিতরে গেলেন। তোবিত সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে অপরজন উত্তরে বললেন, 'আপনার প্রচুর আনন্দ হোক!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার কী আনন্দ হতে পারে? আমি তো অন্ধ মানুষ; স্বর্গের আলো দেখতে পাই না; আমি সেই মৃতদেরই মত অন্ধকারে বসে আছি, যারা আলোর দর্শন আর পায় না। জীবিত হয়েও আমি মৃতদের সঙ্গেই বাস করছি; আমি মানুষদের কণ্ঠস্বর শুনি বটে, কিন্তু তাদের দেখতে পাই না।' তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সাহস ধরুন! ঈশ্বর বেশি দেরি না করে আপনাকে নিরাময় করবেন। সাহস ধরুন!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার ছেলে তোবিয়াস মেদিয়ার মধ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছুক। তুমি কি তার সঙ্গে যাত্রা করে তাকে পথ দেখাতে পারবে? ভাই, আমি নিশ্চয় তোমাকে তোমার পাওনা দেব!' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে যাত্রা করতে পারি; আমি সেই সকল পথ জানি। মেদিয়ার মধ্যে বারবার গিয়েছি; সেই অঞ্চলের সমস্ত সমতল ভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি; তার সকল পথ জানি।' ১১ তোবিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি কোন্ কুল ও গোষ্ঠীর মানুষ? ভাই, একথা আমাকে জানাবে কি?' ১২ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার গোষ্ঠীর কথা জেনে আপনার কী লাভ?' তোবিত বললেন, 'তুমি যে কার্ ছেলে ও তোমার আসল নাম কী, এবিষয়ে আমি পুরা সত্য জানতে চাই।' ১৩ দূত উত্তরে বললেন, 'আমি আজারিয়া, সেই মহান আনানিয়ার ছেলে, যিনি আপনার ভাইদের একজন।' ১৪ তখন তোবিত বললেন, 'তোমায় স্বাগতম! তোমার মঙ্গল হোক, ভাই! ভাই, আমি যে তোমার কুল সম্বন্ধে পুরা সত্য জানতে চেয়েছি, এর জন্য কিছু মনে করো না। তাই তুমি আমার জ্ঞাতি; উত্তম ও সুনামের বংশের মানুষ! মহান সেই সেমেইয়ার দু'ছেলে আনানিয়া ও নাথানকে আমি চিনতাম। তারা আমার সঙ্গে যেরুসালেমে যাত্রা করে সেখানে আমার সঙ্গে উপাসনা করত; তারা সৎপথ ছেড়ে সরে যায়নি। তোমার ভাইয়েরা ভাল লোক; তুমি উত্তম মূলের মানুষ: স্বাগতম!'

১৫ তিনি বলে চললেন, 'তুমি ও আমার ছেলে—দু'জনের যা প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি তোমাকে দিনে এক দ্রাক্মাও দেব। তাই তুমি এখন আমার ছেলের সঙ্গে যাত্রা কর, পরে এর চেয়ে আরও বেশি দেব।' ১৬ দূত বললেন, 'আমি তার সঙ্গে যাত্রা করব। আপনি ভয় করবেন না; আমরা সুস্থ হয়ে রওনা হব, সুস্থ হয়ে ফিরে আসব, কারণ পথ নিরাপদ।' ১৭ তোবিত তাঁকে বললেন, 'ভাই, আশীর্বাদ তোমার উপর বিরাজ করুক!' পরে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সন্তান, যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা প্রস্তুত করে তোমার এই ভাইয়ের সঙ্গে রওনা হও। স্বর্গে আছেন যিনি, সেই ঈশ্বর সেখান পর্যন্ত তোমাদের সুস্থ রাখুন, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনুন। সন্তান, তাঁর দূত তোমাদের সঙ্গে পথ চলুন, তোমাদের রক্ষা করুন!'

তোবিয়াস যাত্রার জন্য নিজেকে তৈরি করল, তারপর পথে রওনা হওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে চুম্বন করল। তোবিত তাকে বললেন, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক!' ১৮ তার মা চোখের জল ফেলতে লাগলেন, তোবিতকে তিনি বললেন, 'তুমি কেন চাইলে, আমার ছেলে চলে যাবে? আমাদের আগে চলতে চলতে সে-ই কি আমাদের হাতের লাঠি নয়? ১৯ অর্থের কথা যাক! তা তো আমাদের ছেলের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়! ২০ প্রভু আমাদের যে জীবন-অবস্থা মঞ্জুর করেছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' ২১ তোবিত তাঁকে বললেন, 'তেমন চিন্তা করো না; আমাদের ছেলের জন্য যাওয়াটাও শুভ হবে, ফিরে আসাটাও শুভ হবে। তোমার নিজের চোখই তা দেখতে পাবে, সে যখন সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমার কাছে ফিরবে। ২২ বোন, তাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় থেকো না; কেননা ভাল এক

দূত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলবেন; তার যাত্রা শুভ হবে, সে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরবে।’ ২৩ তখন তিনি আর
কাঁদলেন না।

ধরা মাছ

৬ যুবকটি দূতের সঙ্গে রওনা হল; কুকুরও পিছু পিছু চলে তাদের সঙ্গে রওনা হল। তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে চললেন;
আর প্রথম সন্ধ্যা এলে তাঁরা রাত কাটাতে টাইগ্রীস নদীর ধারে থামলেন। ২ পা ধুয়ে নেবার জন্য যুবকটি নদীতে নেমে
গেছিল, এমন সময়ে, দেখ, বিরাট একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেটির পা গ্রাস করতে চেষ্টা করল; আর
সে চিৎকার করতে লাগল। ৩ কিন্তু দূত তাকে বললেন, ‘মাছটা ধর! তাকে পালাতে দিয়ো না!’ ছেলেটি মাছটাকে
ধরতে পেরে ডাঙায় টেনে আনল। ৪ দূত তাকে বললেন, ‘মাছটা কেটে পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত বের কর; সেগুলিকে
রেখে অন্ত্ররাজি ফেলে দাও; কেননা পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত চিকিৎসার জন্য উপকারী হতে পারে।’ ৫ ছেলেটি মাছটা
কেটে পিত্তি, হৃৎপিন্ড ও যকৃত বের করল; পরে মাছের একটা অংশ রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করল; এবং লবণ
দিয়ে বাকি অংশটুকু বাঁচিয়ে রাখল।

৬ পরে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন যেপর্যন্ত মেদিয়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। ৭ তখন ছেলেটি দূতকে উদ্দেশ
করে জিজ্ঞাসা করল, ‘ভাই আজারিয়া, মাছের পিত্তিতে, হৃৎপিন্ডে ও যকৃতে কেমন প্রতিকার থাকতে পারে?’ ৮ তিনি
উত্তর দিলেন, ‘হৃৎপিন্ড ও যকৃত তুমি পুড়িয়ে দিলে তার ধূমে এমন পুরুষ বা মহিলা উপকৃত হবে, যাকে শয়তান বা
অসৎ অপদূতে পেয়েছে; তেমন অসুস্থতা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার কোন চিহ্ন আর থাকবে না। ৯ অন্যদিকে পিত্তি
তারই জন্য মলম হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যার চোখের উপরে সাদা সাদা দাগ পড়েছে; মলম দেওয়ার পর সেই
দাগের উপরে ফুঁ দিলে চোখ সুস্থ হয়ে ওঠে।’

১০ তাঁরা মেদিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এক্‌বাতানার বেশ কাছেই এগিয়ে আসছেন, ১১ এমন সময় রাফায়েল
ছেলেটিকে বললেন, ‘ভাই তোবিয়াস!’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে আমি!’ দূত বলে চললেন, ‘আজ রাগুয়েলের বাড়িতে
আমাদের রাত কাটাতে হবে; তিনি তোমার আপন জ্ঞাতি। তাঁর একটি মেয়ে আছে, তার নাম সারা; ১২ কিন্তু সারা
ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তোমারই অন্য কোন লোকের চেয়ে তাকে বিয়ে
করার ও তার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকাররূপে পাবার অধিকার আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎসাহসিনী, খুবই সুন্দরী;
আর তার পিতা উত্তম মানুষ।’ ১৩ দূত বলে চললেন, ‘তাকে বিয়ে করার অধিকার তোমার আছে। তবে, ভাই, শোন:
আমি আজ সন্ধ্যায় মেয়েটির পিতার কাছে কথা বলব, যেন তিনি তাকে তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ রূপে রাখেন। আমরা
রাজেশ থেকে ফিরে এলে বিয়ের অনুষ্ঠান করব। আমি তো জানি, তিনি মেয়েটিকে তোমাকে দিতে অস্বীকার করতে
পারেন না, অন্য কাউকে দেবেন বলেও কথা দিতে পারেন না; তেমনটি করলে মোশীর বিধান অনুসারে তিনি
প্রাণদণ্ডের যোগ্য হবেন, কেননা তিনি জানেন যে, অন্য সকলের আগে তোমারই তাঁর মেয়েকে পাওয়ার অধিকার
আছে। তাই, ভাই, শোন। আজ সন্ধ্যায় আমরা মেয়েটির কথা উত্থাপন করে তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে যাচ্না
করব। রাজেশ থেকে ফিরে আসার পথে আমরা তাকে তুলে আমাদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব।’

১৪ তোবিয়াস রাফায়েলকে উত্তর দিলেন, ‘ভাই আজারিয়া, আমি তো একথা শুনেছি যে, সাতবারই তার বিয়ে
হয়েছে, আর তার প্রতিটি স্বামী যে রাতে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা, সেই রাতেই তার আপন মিলন-কক্ষেই
মারা গেছে! তাছাড়া একথাও শুনেছি যে, একটা শয়তান তার সকল স্বামীকে খুন করে ফেলে। ১৫ তাই আমার ভয়
হয়: শয়তান ভালবাসায় কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করে না; তার কোন অমঙ্গল ঘটায় না ঠিকই, কিন্তু যে কেউ তার
কাছে যেতে চায়, শয়তান তাকে খুন করে ফেলে। এখন, আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান, আমার মরবার কোন
ইচ্ছা নেই; আমার পিতামাতা সারা জীবন ধরে আমার উপরে শোক করবে, তা আমি চাই না; তাদের সমাধি
দেওয়ার মত আমি ছাড়া তাদের আর অন্য সন্তান নেই।’ ১৬ দূত তাকে বললেন, ‘তুমি কি তোমার পিতার নির্দেশবাণী
ভুলে গেছ? তিনি তো তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন, যেন তুমি বধূরূপে তোমার কুলের একটি মেয়েকে
নাও! তাই, ভাই, আমার কথা শোন: এই শয়তানের বিষয়ে তুমি তত ব্যস্ত হয়ো না; মেয়েটিকে নাও। আমি নিশ্চিত
আছি, আজ সন্ধ্যায় মেয়েটিকে তোমাকে বধূরূপে দেওয়াই হবে! ১৭ যখন তুমি মিলন-কক্ষের ভিতরে যাবে, তখন
সেই মাছের হৃৎপিন্ড ও যকৃত নিয়ে তার এক টুকরো ধূপের আগুনের উপরে দাও। তাতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে,
সেই শয়তান সেই দুর্গন্ধ ঘ্রাণ করতে বাধ্যই হবে, তখন পালিয়ে গিয়ে মেয়েটির কাছে আর কখনও দেখা দেবে না।
১৮ পরে, তুমি তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, তোমরা দু’জনে উঠে প্রার্থনা কর। স্বর্গের প্রভুকে মিনতি জানাও, যেন
তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা তোমাদের উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করে। ভয় করো না: এই মেয়েটিকে অনাদিকাল থেকেই
তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; তোমাকেই তাকে বাঁচাতে হবে; সে তোমার অনুসরণ করবে; আর আমি কথা
দিচ্ছি, সে তোমাকে সন্তানাদি দেবে, যারা তোমার কাছে ভাইদের মত হবে। চিন্তা করো না!’

১৯ যখন তোবিয়াস রাফায়েলের কথা শুনে বুঝতে পারল যে, সারা তার বোন, অর্থাৎ তার নিজের পিতার কুলের
জ্ঞাতিকন্যা, তখন তাকে এমনই ভালবেসে ফেলল যে, সারা থেকে নিজের হৃদয় আর ছিন্ন করতে পারল না।

রাগুয়েল

৭ এক্‌বাতানায় একবার প্রবেশ করে তোবিয়াস বলল, ‘ভাই আজারিয়া, আমাকে সরাসরি আমাদের ভাই রাগুয়েলের
কাছে নিয়ে যাও।’ দূত তাকে রাগুয়েলের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; তাঁরা তাঁকে পেলেন, তিনি উঠানের দরজার কাছে
বসে ছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে তিনি উত্তর দিলেন, ‘স্বাগতম, ভাই; তোমাদের মঙ্গল হোক!’
তাই বলে তিনি তাঁদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ২ তিনি তাঁর স্ত্রী এদ্‌নাকে বললেন, ‘এই যুবকটিকে কতই না
আমার ভাই তোবিতের মত দেখায়!’ ৩ এদ্‌না তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ভাই, তোমরা কোথা থেকে আসছ?’ তাঁরা
উত্তর দিলেন, ‘আমরা নিনিভেতে নির্বাসিত নেফ্‌তালি-সন্তান।’ ৪ তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা কি আমাদের ভাই
তোবিতকে চেন?’ তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ, তাঁকে চিনি।’ তিনি বলে চললেন, ‘তিনি কেমন আছেন?’ ৫ তাঁরা বললেন,
‘তিনি বেঁচে আছেন, ভালই আছেন।’ তোবিয়াস আরও বলল, ‘তিনি আমার পিতা।’ ৬ তখন রাগুয়েল পায়ে লাফ
দিলেন, তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। পরে তিনি তাকে বললেন, ‘সন্তান, তুমি যেন আশীর্বাদের পাত্র হও!
তুমি উত্তম পিতার পুত্র। কেমন দুঃখের কথা যে, এত ধার্মিক ও অর্থদানে দানশীল মানুষ অন্ধ হলেন!’ তিনি আবার
তার জ্ঞাতি তোবিয়াসের ঘাড়ে পড়ে কাঁদলেন। ৭ তাঁর স্ত্রী এদ্‌নাও তাঁর জন্য কাঁদলেন, তাঁদের মেয়ে সারাও কাঁদল।
৮ রাগুয়েল পালের একটা ভেড়া কাটলেন এবং তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ৯ তাঁরা স্নান করলেন,
আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নিলেন, এবং একবার ভোজে বসলে তোবিয়াস রাফায়েলকে বলল, ‘ভাই আজারিয়া,
রাগুয়েলকে বল, তিনি যেন আমার বোন সারাকে বধূরূপে আমাকে দেন।’ ১০ রাগুয়েল কথাটা শুনে ফেললেন; তিনি
যুবকটিকে বললেন, ‘এখন তুমি খাও-দাও; আনন্দ করেই এই সন্ধ্যা কাটাও, কারণ আমার জ্ঞাতি এই তুমি ছাড়া
আমার মেয়ে সারাকে নেবার অধিকার আর কারও নেই; আর আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাকে দেব এমন
অধিকার আমারও নেই, কারণ তুমি আমার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি। তথাপি, সন্তান, আমি মুক্তকণ্ঠেই তোমার কাছে সত্য
প্রকাশ করতে চাই। ১১ আমি সাতবার তার বিয়ে দিয়েছি: সকল স্বামী আমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া;
আর সকলে সেই প্রথম রাতেই তার কক্ষে যেতে না যেতেই মারা গেল। কিন্তু আপাতত, সন্তান, তুমি খাও-দাও; প্রভু
আমাদের জন্য চিন্তা করবেন।’ ১২ কিন্তু তোবিয়াস বলল, ‘না, আপনি আমার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত
আমি খাব না।’ রাগুয়েল উত্তর দিলেন, ‘আচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিলাম! যখন মোশীর পুস্তকের নির্দেশ অনুসারেই মেয়েটিকে
তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বর্গই নির্ধারণ করেছে, মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হোক। সুতরাং তোমার বোনকে
গ্রহণ করে নাও, এখন থেকে তুমি তার ভাই আর সে তোমার বোন। মেয়েটিকে আজ থেকে সবসময়ের জন্যই
তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। সন্তান, স্বর্গের প্রভু এই রাতে তাঁর অনুগ্রহ দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন, তাঁর দয়া ও
শান্তি তোমাদের মঞ্জুর করুন!’ ১৩ রাগুয়েল মেয়ে সারাকে ডাকিয়ে আনলেন; সে এসে উপস্থিত হলে তিনি তার হাত
ধরে তাকে তোবিয়াসের হাতে এই বলে সম্প্রদান করলেন: ‘আমি একে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি; বিধান এবং
মোশীর পুস্তকে লেখা বিধি অনুসারে একে তোমার বধূরূপে দেওয়া হচ্ছে। একে গ্রহণ করে নাও, এবং সুস্থ শরীরে ও
নিরাপদেই একে তোমার পিতার বাড়িতে নিয়ে যাও। স্বর্গেশ্বর তাঁর শান্তি দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন।’ ১৪ তখন
তিনি মেয়েটির মাকে ডেকে লেখার জন্য কিছু কাগজ চেয়ে বিবাহ-চুক্তি লিখে নিলেন, আর এইভাবে মোশীর বিধানের
নির্দেশমত তাঁর আপন মেয়েকে বধূরূপে তোবিয়াসের হাতে তুলে দিলেন। এরপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শুরু
করলেন।

১৫ পরে রাগুয়েল তাঁর স্ত্রী এদ্‌নাকে কাছে ডেকে বললেন, ‘বোন আমার, অপর কক্ষটা প্রস্তুত করে মেয়েটিকে
তার ভিতরে নিয়ে যাও।’ ১৬ তিনি গিয়ে আদেশমত কক্ষের বিছানা প্রস্তুত করলেন, পরে মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে
গেলেন। তিনি মেয়েটির জন্য চোখের জল ফেললেন, পরে চোখের জল মুছে তাকে বললেন, ১৭ ‘কন্যা আমার, সাহস
ধর; স্বর্গের প্রভু তোমার দুঃখ আনন্দে পরিণত করুন। কন্যা আমার, সাহস ধর!’ আর তাই বলে তিনি বাইরে চলে
গেলেন।

খোঁড়া কবর

৮ খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা মনে করলেন, ঘুমানোর সময় এসেছে। যুবকটিকে সেখান থেকে মিলন-কক্ষে নিয়ে
যাওয়া হল। ২ তখন তোবিয়াসের রাফায়েলের কথা মনে পড়ল: থলি থেকে সে সেই মাছের যকৃত ও হৃৎপিণ্ড বের
করে জ্বলন্ত ধূপের উপরে দিল। ৩ মাছের দুর্গন্ধ সেই শয়তানকে এতই ক্ষুব্ধ করে তুলল যে, সে মিশরের উত্তর অঞ্চলে
পালিয়ে গেল। রাফায়েল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাকে সেইখানে শেকলে বেঁধে তার গলা টিপে ধরে মেরে
ফেললেন।

৪ ইতিমধ্যে অন্যান্যরা বাইরে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তোবিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠে সারাকে
বলল, ‘বোন, ওঠ! এসো, প্রার্থনা করি, প্রভুর কাছে যাচ্‌না করি, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা পেতে পারি।’ ৫ সারা উঠে
দাঁড়াল, এবং দু’জনে প্রার্থনা করতে লাগল, যাচ্‌না করল যেন তাদের উপরে রক্ষা নেমে এসে অধিষ্ঠান করে;
তোবিয়াস বলল:

‘হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, তুমি ধন্য,
যুগযুগ ধরে তোমার নামও ধন্য!
আকাশমণ্ডল ও নিখিল সৃষ্টি চিরকাল ধরে তোমাকে বলুক, ধন্য!
৬ তুমিই আদমকে গড়েছ,
তাঁর বধূ হবাকেও তুমিই গড়েছ,
তিনি যেন হন আদমের সাহায্য ও অবলম্বন স্বরূপ।
তাঁদের দু'জন থেকে গোটা মানবজাতির জন্ম হল।
তুমিই বলেছ:
মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়;
তার জন্য আমরা তার মত এক সাহায্যকারিণী নির্মাণ করব।
৭ তাই আমি এখন আমার এই বোনকে বরণ করে নিচ্ছি
দেহলালসার আকর্ষণে নয়, বরং সৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে।
প্রসন্ন হয়ে তার প্রতি ও আমার প্রতি তোমার দয়া দেখাও,
বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একসঙ্গেই আমাদের চালনা কর।’

৮ এবং দু'জনে একসঙ্গে বলল, ‘আমেন, আমেন!’ ৯ তারপর সারারাত ধরে ঘুমাল।

১০ কিন্তু রাগুয়েল বিছানা ছেড়ে উঠলেন; চাকরদের ডেকে তিনি তাদের সঙ্গে একটা কবর খুঁড়তে গেলেন;
কেননা মনে মনে তিনি বলছিলেন, ‘সে যেন না মরে! আমরা তো বিদ্রূপ ও ঘৃণার বস্তু হয়ে যাব!’ ১১ তাঁরা কবরটা
খোঁড়া শেষ করলে রাগুয়েল বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন; স্ত্রীকে ডেকে ১২ বললেন, ‘চাকরানীদের একজনকে কক্ষে
পাঠাও, সে দেখুক, তোবিয়াস বেঁচে আছে কিনা; কেননা সে যদি মরে গিয়ে থাকে আমরা তাকে সমাধি দেব, আর
কেউই কিছু জানতে পারবে না।’ ১৩ তাঁরা চাকরানীকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন, এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে
দিলেন; চাকরানী কক্ষের ভিতরে গেল, সে দেখল, দু'জনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ১৪ চাকরানী
বেরিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে তাঁদের বলল, ছেলেটি বেঁচে আছে, অমঙ্গলকর কিছুই ঘটেনি। ১৫ তাঁরা তখন
স্বর্গেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠলেন:

‘হে পরমেশ্বর, তুমি সমস্ত শুদ্ধ-পবিত্র ধন্যবাদে ধন্য!
তুমি যেন অধিক ধন্যবাদের পাত্র হতে পার!
১৬ তুমি ধন্য, কারণ আমাকে আনন্দিত করে তুলেছ।
আমি যা ভয় করছিলাম, তা ঘটেনি,
তুমি বরং মহাদয়াই আমাদের প্রতি দেখিয়েছ।
১৭ তুমি ধন্য,
কারণ আমার এই একমাত্র পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করেছ।
মহাপ্রভু, তোমার দয়া ও রক্ষা তাদের মঞ্জুর কর;
তাদের এমন জীবন যাপন করতে দাও,
আনন্দ ও দয়ার মধ্যে যাপিত যে জীবন।’

১৮ তখন তিনি চাকরদের ভোর হওয়ার আগেই কবরটা ভরাট করতে বললেন।

১৯ রাগুয়েল তাঁর স্ত্রীকে প্রচুর রুটি তৈরি করতে বললেন; তিনি নিজে গিয়ে পশুপাল থেকে দু'টো বাছুর ও চারটে
ভেড়া আনলেন, সেগুলিকে জবাই করালেন, আর এইভাবে তাঁরা ভোজ প্রস্তুত করতে লাগলেন। ২০ পরে তিনি
তোবিয়াসকে ডেকে তাকে শপথ করে বললেন, ‘তুমি চৌদ্দ দিন ধরে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না, আমার ঘরে
থেকে খাওয়া-দাওয়া করবে; এভাবে, আমার মেয়ের তত দুঃখের পর তুমি তাকে আবার আনন্দিতা করে তুলবে।
২১ তারপর, আমার যা কিছু আছে, তার অর্ধেক নাও, ও তোমার পিতার কাছে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরে যাও।
আমার ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সম্পদের বাকি অর্ধেক অংশও তোমাদের হবে। সন্তান, সাহস ধর! আমি তোমার
পিতা, ও এদ্না তোমার মাতা; আমরা যেমন তোমার বোনের পিতামাতা, তেমনি এখন থেকে চিরকাল ধরে
তোমারও পিতামাতা হব। সন্তান, সাহস ধর।’

বিবাহোৎসব

৯ তখন তোবিয়াস রাফায়েলকে ডেকে তাঁকে বলল, ২ ‘ভাই আজারিয়া, চারজন দাস ও দু'টো উট সঙ্গে করে
রাজেশের দিকে রওনা হও। ৩ গাবায়েলের কাছে গিয়ে তাঁকে দলিল দিয়ে পুঁজিটা ফিরিয়ে আন; বিবাহোৎসবের জন্য
তাঁকেও নিয়ে এসো। ৪ কেননা তুমি জান, আমার পিতা দিন গুনতে থাকবেন, আর আমি একটা দিনও দেরি করলে
তাঁকে বেশি দুঃখ দেব। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, রাগুয়েল কেমন শপথ করেছেন, আর আমি তাঁর শপথ লঙ্ঘন করতে
পারি না।’ ৫ তাই রাফায়েল চারজন দাস ও দু'টো উট সঙ্গে করে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশের দিকে রওনা হলেন।
তাঁরা গাবায়েলের ঘরে থাকলেন, আর রাফায়েল তাঁকে তাঁর দলিল দেখালেন; সেই সঙ্গে তিনি তাঁকে তোবিতের

ছেলে তোবিয়াসের বিবাহের কথা বললেন ও তার পক্ষ থেকে তাঁকে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। গাবায়েল সঙ্গে
সঙ্গে বস্তাগুলো আনতে গেলেন—সেগুলোতে তখনও সীল মারা ছিল—এবং তাঁর সামনে সেগুলোকে গুনে বুঝিয়ে
দিলেন; পরে তাঁরা সেগুলোকে উটের পিঠে চাপিয়ে দিলেন। ৬ তাঁরা খুব সকালে বিবাহোৎসবে যোগ দেবার জন্য
একসঙ্গে রওনা হলেন। রাগুয়েলের ঘরে এসে পৌঁছে তাঁরা তোবিয়াসকে ভোজসভায় পেলেন। সে গাবায়েলকে স্বাগত
জানাতে পায়ে উঠে দাঁড়াল, আর তিনি কেঁদে উঠলেন ও তাকে আশীর্বাদ করলেন; তিনি বললেন, 'হে উত্তম, ধার্মিক
ও অর্থদানে দানশীল পিতার উত্তম পুত্র, প্রভু স্বর্গের আশীর্বাদ তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে, ও তোমার স্ত্রীর পিতামাতাকে
মঞ্জুর করুন। ধন্য ঈশ্বর, কারণ আমি আমার জ্ঞাতিভাই তোবিতের জীবন্ত দৃশ্য দেখতে পেলাম!'
১০ এদিকে প্রত্যেক দিন তোবিত দিনগুলি গুনছিলেন—যাবার জন্য কত দিন, ও ফেরবার জন্য কত দিন লাগতে
পারে। দিনগুলির সংখ্যা পূর্ণ হলে তিনি যখন দেখলেন, ছেলেটি তখনও ফেরেনি, ২ তখন ভাবলেন, 'হতে পারে,
কেউ তাকে ওখানে দেরি করিয়েছে! এও হতে পারে যে, গাবায়েল এর মধ্যে মারা গেছে, আর কেউ তাকে রুপো দেয়
না।' ৩ আর তিনি দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন। ৪ তাঁর স্ত্রী আন্না শুধু বলছিলেন, 'আমার ছেলে মারা গেছে! সে আর
জীবিতদের মধ্যে নেই।' ৫ আর তিনি ছেলেটির বিষয়ে কাঁদতে ও বিলাপ করতে লাগলেন; বলছিলেন, 'হায় সন্তান,
তুমি যে আমার চোখের আলো! আমি তোমাকে কেন যেতে দিয়েছি!' ৬ আর তোবিত উত্তরে তাঁকে বলতেন, 'চুপ
চুপ, বোন! চিন্তা করো না। সে ভাল আছে। অবশ্যই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে, যার জন্য তাকে সেখানে দেরি করতে
হচ্ছে। দেখ, তার সঙ্গে যে যাত্রা করছে, সে বিশ্বস্ত লোক, এমনকি, আমাদের ভাইদের একজন। বোন, তার জন্য
হতাশ হয়ো না; ৭ কিছু দিনের মধ্যে সে এখানে এসে উপস্থিত হবে।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলতেন, 'ছাড়,
আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করো না। আমার ছেলে মারা গেছে!' আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি, ছেলেটি যে পথ দিয়ে রওনা
হয়েছিল, সেই পথে নজর রাখতে বাইরে যেতেন। তিনি প্রত্যেক দিন সেইভাবে করতেন, নিজের চোখ ছাড়া কারও
চোখ বিশ্বাস করতেন না। সূর্য একবার অস্ত গেলে তিনি ঘরের ভিতরে ফিরে এসে শুধু কাঁদতেন, এবং ঘুমোতে না
পেরে সারারাত বিলাপ করতেন।
৮ বিবাহোৎসবের চৌদ্দ দিন কেটে গেলে পর—রাগুয়েল তো তাঁর মেয়ের জন্য তা-ই করবেন বলে শপথ
করেছিলেন—তোবিয়াস তাঁকে গিয়ে বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দিন। আমার পিতামাতা নিশ্চয়ই আমাকে
দেখবার শেষ আশাও ছেড়ে দিয়েছেন! তাই, পিতা, মিনতি করি, আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার পিতার কাছে
ফিরে যেতে পারি। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, কেমন অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম।' ৯ রাগুয়েল উত্তরে
তোবিয়াসকে বললেন, 'এখানে থেকে যাও, সন্তান; আমার সঙ্গে থেকে যাও। আমি তোমার পিতা তোবিতের কাছে
দূত পাঠাব, তারা তাঁকে তোমার খবর জানাবে।' কিন্তু সে বলল, 'না, আপনার কাছে ভিক্ষা রাখি, আমার পিতার
কাছে আমাকে যেতে দিন।' ১০ তখন রাগুয়েল উঠে তোবিয়াসের হাতে বধূ সারাকে তুলে দিলেন; সেইসঙ্গে দিলেন
তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক অংশ, দাস-দাসীকে, বলদ ও মেষ, গাধা ও উট, নানা পোশাক, টাকা ও কতগুলো জিনিসপত্র।
১১ এইভাবে তিনি তাদের বিদায় দিলেন যেন আনন্দের মধ্যে যেতে পারে। তোবিয়াসের কাছে তিনি এই বিশেষ
শুভেচ্ছা জানালেন: 'সন্তান, সুস্থ থাক, তোমার শুভযাত্রা হোক! স্বর্গের প্রভু তোমাকে ও তোমার বধূ সারাকে
প্রতিপালন করুন; মরার আগে আমি যেন তোমাদের সন্তানদের দেখতে পাই!' ১২ তাঁর মেয়ে সারাকে তিনি বললেন,
'তোমার শ্বশুর ও তোমার শাশুড়ির প্রতি সম্মান দেখাও, কারণ যাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, ঠিক তাঁদের মত তাঁরাই
এখন থেকে তোমার পিতামাতা। কন্যা, শান্তিতে যাও; যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমি যেন তোমার সম্বন্ধে
কেবল শুভসংবাদই পেতে পারি।' তাদের শুভেচ্ছা জানাবার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন। ১৩ নিজের পক্ষ থেকে
এদ্‌না তোবিয়াসকে বললেন, 'প্রিয়তম সন্তান ও ভাই, প্রভু তোমাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনুন! আর মরবার
আগে আমি যেন তোমার ও আমার মেয়ে সারার সন্তানদের দেখতে পাই। প্রভুর সামনেই আমি তোমার রক্ষায় আমার
মেয়েকে তুলে দিলাম; তার জীবনে তাকে কখনও দুঃখ দিয়ো না। সন্তান, শান্তিতে যাও। এখন থেকে আমি তোমার
মা ও সারা তোমার বোন। আমরা যেন একসঙ্গেই মঙ্গল ভোগ করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।'
তাদের দু'জনকে চুম্বন করে তিনি তাদের বিদায় দিলেন; তারা আনন্দের মধ্যেই ছিল। ১৪ তোবিয়াস সুস্থ শরীরে ও
আনন্দচিত্তে রাগুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিল; সে স্বর্গমর্তের প্রভু সেই বিশ্বরাজকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাচ্ছিল, কারণ
তিনি তার যাত্রা শুভ করেছিলেন। সে এই বলে রাগুয়েল ও এদ্‌নাকে আশীর্বাদ করল: 'আমার জীবনের সমস্ত দিন
ধরে যেন আপনাদের সম্মান দেখাতে পারি, এ হোক আমার আনন্দ!'

তোবিতের সুস্থতা-লাভ

১১ তাঁরা প্রায় নিনিভের উল্টো দিকে অবস্থিত কাসেরিনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন, এমন সময় রাফায়েল
বললেন, ২ 'তুমি তো জান, আমরা তোমার পিতাকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে গেছিলাম। ৩ এসো, তোমার স্ত্রীর আগে
আগে আমরাই এগিয়ে যাই; অন্যেরা আসতে আসতে আমরা বাড়ি সাজিয়ে দিই।' ৪ তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে
যেতে যেতে রাফায়েল তাকে বললেন, 'পিত্তিটা হাতে নাও।' কুকুর তখনও তাঁদের পিছু পিছু চলছিল। ৫ সেসময়ে
আন্না বসে ছিলেন; ছেলে যে পথে ফেরার কথা, সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। ৬ তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে, সে-ই
আসছে, তাই তার পিতাকে বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে আসছে, যে লোকটি তার সঙ্গে যাত্রা করছিল, সেও তার
সঙ্গে আছে।' ৭ তোবিয়াস পিতার কাছে এগিয়ে যাবার আগে রাফায়েল তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি,

তোমার পিতার চোখ খুলেই যাবে। ৮ মাছটার পিত্তি তাঁর চোখের উপরে লেপে দাও; ঔষধটা সক্রিয় হয়ে তাঁর চোখ
থেকে সেই সাদা চামড়াগুলো টেনে বের করবে। তবে তোমার পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে আলো দেখতে পাবেন।'
৯ আন্না আগে আগে দৌড়ে ছেলেকে গলা ধরে বললেন, 'আমি তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি, এবার মরতে
পারি!' আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ১০ তোবিত উঠে দাঁড়ালেন ও পায়ে হোঁচট খেতে খেতে উঠানের দরজা দিয়ে
বেরিয়ে গেলেন। ১১ তোবিয়াস সেই মাছের পিত্তি হাতে করে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। তাঁর চোখের উপরে ফুঁ দিয়ে
তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'পিতা, সাহস ধরুন!' তাই বলে সে সেই ঔষধ লেপে দিল, আর ঔষধটা কামড়ের
মত কাজ করল; ১২ তখন তোবিয়াস দু'হাত দিয়ে চোখের কোণ থেকে সেই সাদা চামড়া তুলে নিল। ১৩ তোবিত তার
গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'হে সন্তান, হে আমার চোখের আলো, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!'
১৪ এবং বলে চললেন:

'ধন্য পরমেশ্বর!
ধন্য তাঁর মহানাম!
ধন্য তাঁর সকল পবিত্র দূত!
আমাদের উপরে ধন্য তাঁর মহানাম,
ধন্য তাঁর সকল দূত চিরকাল!
কারণ তিনি আমাকে আঘাত করেছেন,
আবার আমাকে দয়া করেছেন,
আর আমি এখন আমার ছেলে তোবিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি!'

১৫ তোবিয়াস আনন্দের সঙ্গে ও জোর গলায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করতে করতে বাড়ির ভিতরে গেল; পরে সে
পিতাকে সবকিছু জানিয়ে দিল: তার যাত্রা কেমন সফল হয়েছে ও সে কেমন করে রুপোর তাল ফিরিয়ে এনেছে, কি
করে সে রাগুয়েলের মেয়েকে বিবাহ করেছে, কেমন করে সারা এখন পিছু পিছু আসছিল আর ইতিমধ্যে নিনিভের
নগরদ্বারের কাছাকাছি ছিল।

১৬ তোবিত আনন্দের সঙ্গে ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করতে করতে পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিনিভের
নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নিনিভের অধিবাসীরা যখন দেখল, তোবিত কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে
বেড়াচ্ছেন ও এককালের মত তেজের সঙ্গেই পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা আশ্চর্য হল; তোবিত বিস্তারিত
ভাবে তাদের বলছিলেন, কেমন করে ঈশ্বর তাঁকে দয়া দেখিয়ে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। ১৭ পরে তোবিত তাঁর
ছেলে তোবিয়াসের বধূ সারার কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করলেন: 'স্বাগতম, কন্যা! ধন্য তোমার ঈশ্বর, যিনি, হে
কন্যা, তোমাকে আমাদের কাছে চালনা করেছেন। তোমার পিতা আশিসধন্য হোন, আমার ছেলে তোবিয়াস
আশিসধন্য হোক, তুমিও, কন্যা, আশিসধন্যা হও! আশিসপূর্ণ আনন্দে তোমার এই নিজের বাড়িতে প্রবেশ কর;
স্বাগতম! কন্যা, প্রবেশ কর!' ১৮ সেদিন নিনিভের সকল ইহুদীদের জন্য আনন্দের দিন হল; ১৯ তোবিতের আনন্দের
সহভাগী হতে তাঁর ভাই আহিকার ও নাদাব এল; ২০ এবং তোবিয়াসের বিবাহোৎসব আনন্দের মধ্যে সাত দিন ধরে
উদ্‌যাপিত হল।

রাফায়েলের পরিচয়-প্রকাশ

১২ বিবাহোৎসব একবার শেষ হলে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডেকে বললেন, 'সন্তান, তোমার সঙ্গে যে যাত্রা
করেছে, তাকে তার উপযুক্ত মজুরি দেবার জন্য তোমাকে এখন একটু চিন্তা করতে হবে; এমনকি, নিরূপিত টাকার
চেয়ে তাকে বেশিই দেওয়া উচিত।' ২ তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'পিতা, মজুরি হিসাবে তাকে কত দেব? আমার সঙ্গে
সে যে সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছে, তাকে তার অর্ধেক দিলেও আমার লোকসান হবে না। ৩ সে আমাকে সুস্থ শরীরে ও
নিরাপদে ফিরিয়ে আনল, আমার স্ত্রীকে নিরাময় করল, আমার হয়ে রুপো আনতে গেল আর পরিশেষে তোমাকে সুস্থ
করল! এই সমস্ত কিছুর জন্য তাকে মজুরি হিসাবে কত দেব?' ৪ তোবিত উত্তর দিলেন, 'সে যে সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে
আনল, তার অর্ধেক পাওয়াই ন্যায্য।' ৫ তাই সে তার সাথীকে ডাকল, তাঁকে বলল, 'যে সমস্ত সম্পদ তুমি এনেছ,
মজুরি হিসাবে তার অর্ধেক নিয়ে শান্তিতে বিদায় নাও।'

৬ তখন রাফায়েল সেই দু'জনকে পাশে ডেকে তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্য বল, তোমাদের প্রতি তিনি যে
মঙ্গল সাধন করেছেন, সকল জীবিতের সামনে তা ঘোষণা কর। ধন্য কর তাঁর নাম, কর তাঁর নামগান! সর্বজাতির
সামনে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি যোগ্যরূপে ঘোষণা কর, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে কখনও ক্ষান্ত হয়ো না। ৭ রাজার গোপন
কথা লুকিয়ে রাখা ভাল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কর্মকীর্তি ব্যক্ত ও প্রকাশ করা, তা সমীচীন।

যা মঙ্গলকর, তোমরা তাই কর, তবে কোন অমঙ্গল তোমাদের উপর এসে পড়বে না। ৮ উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা
ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম। অন্যায্যতার সঙ্গে ঐশ্বর্যের চেয়ে ন্যায্যতার সঙ্গে দরিদ্রতাই শ্রেয়। সোনা
সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়। ৯ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে ও সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে
বিশুদ্ধ করে। যারা অর্থদান অনুশীলন করে, তারা দীর্ঘায়ু হবে। ১০ যারা পাপ ও অপকর্ম করে, তারা নিজ প্রাণের
শত্রু।

১১ আমি তোমাদের কাছে পুরো সত্য প্রকাশ করতে যাচ্ছি, কিছুই গোপন রাখব না: ইতিমধ্যে তোমাদের এই
উপদেশ দিয়েছি যে, রাজার গোপন কথা লুকিয়ে রাখা ভাল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কর্মকীর্তি প্রকাশ করা সমীচীন;
১২ তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতি-চিহ্ন
প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম; তুমি যখন মৃতদের সমাধি দিতে, তখনও আমি তাই করতাম। ১৩ আর
যখন ইতস্তত না করে তুমি উঠে ভোজ ছেড়ে সেই মৃতলোকের সমাধি-ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে, তখন আমি তোমার
বিশ্বাস পরীক্ষা করতে প্রেরিত হয়েছি, ১৪ আর একই সময় ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার পুত্রবধূ সারাকে নিরাময় করতে
আমাকে প্রেরণ করলেন। ১৫ আমি রাফায়েল, সেই সপ্ত দূতের একজন, যাঁরা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে প্রবেশ করতে
সর্বদাই প্রস্তুত।'

১৬ তাঁরা দু'জনে আতঙ্কে অভিভূত হলেন; ভীষণ ভয়ে তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন। ১৭ কিন্তু দূত তাঁদের বললেন,
'ভয় পেয়ো না; তোমাদের মাঝে শান্তি বিরাজ করুক। ঈশ্বরকে ধন্য বল—যুগ যুগ ধরে। ১৮ আমি যখন তোমাদের
সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার নিজের অনুগ্রহে নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম: তাঁকেই তোমাদের সর্বদাই
ধন্য বলতে হবে, তাঁরই বন্দনা করতে হবে। ১৯ তোমাদের এমন মনে হচ্ছিল যে, তোমরা আমাকে খেতে দেখছিলে,
কিন্তু তাতে বাস্তবতার কিছুই ছিল না। ২০ এখন তোমরা পৃথিবীতে প্রভুকে ধন্য বল ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। যিনি
আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর কাছে, ঊর্ধ্বলোকে, ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের প্রতি এই যে সমস্ত কিছু ঘটেছে, তা
সবই লিখে রাখ।' আর তিনি ঊর্ধ্বে গেলেন। ২১ আবার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা আর তাঁকে দেখতে পেলেন না।
২২ স্তুতিগান করে তাঁরা ঈশ্বরের বন্দনা করলেন; তাঁর এই নানা আশ্চর্য মহাকাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন,
যেহেতু ঈশ্বরের দূত তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন।

সিয়োন

১৩ আর তিনি বলে উঠলেন:

২ 'ধন্য পরমেশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়,
তাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী;
কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন;
পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন,
মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন;
তাঁর হাত এড়াতে পারে, তেমন কিছুই নেই।
৩ বিজাতীয়দের সামনে তাঁর স্তুতিগান কর, ইস্রায়েল সন্তানসকল,
কারণ ওদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়ে
৪ তিনি এইখানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করলেন;
সকল প্রাণীর সামনে তাঁর বন্দনা কর,
তিনিই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের পিতা, চিরকালীন ঈশ্বর।
৫ তোমাদের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে
তিনি আবার তোমাদের সকলকে দয়া করবেন।
যাদের মাঝে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে,
সেই সকল জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের সংগ্রহ করবেন।
৬ তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে
সত্যের সাধক হও তাঁর সামনে;
তবেই তিনি তোমাদের দিকে ফিরে চাইবেন,
তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাঁর আপন শ্রীমুখ।
৭ এখন ভেবে দেখ তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমাদের প্রতি,
মুক্তকণ্ঠে তাঁকে জানাও ধন্যবাদ;
ধর্মময়তার প্রভুকে বল ধন্য,
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর।
৮ এই নির্বাসনের দেশে আমি তাঁর স্তুতিগান করি,
তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের কথা এক পাপিষ্ঠ জাতির কাছে জ্ঞাত করি।
ফিরে এসো, পাপীরা, যা ন্যায় তাই কর তাঁর সামনে,
কে জানে! তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের দয়া করবেন।
৯ আমি পরমেশ্বরের বন্দনা করি,
আমার প্রাণ স্বর্গের রাজায় মেতে ওঠে।

১০ সকলেই তাঁর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুসালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।
হে পবিত্র নগরী যেরুসালেম,
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
১১ যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,
তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
১২ তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।
১৩ পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।
যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
১৪ যে কেউ তোমার অমঙ্গল কামনা করে, সে অভিশপ্ত হোক ;
যে কেউ তোমাকে ধ্বংস করে, তোমার প্রাচীর ভেঙে দেয়,
তোমার দুর্গমিনার ভূমিসাৎ করে, তোমার বসতিতে আগুন দেয়,
সে অভিশপ্ত হোক ;
কিন্তু তোমাকে যে পুনর্নির্মাণ করে, সে ধন্য হোক !
১৫ তবে উল্লাস কর ! ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে
সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।
আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত !
১৬ সুখী তারা সকলেই, যারা কেঁদেছে তোমার সমস্ত দণ্ডাঘাতের জন্য !
কারণ তারা তোমার জন্য আনন্দিত হবে,
তোমার সমস্ত আনন্দ দেখতে পাবে চিরকাল।
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
১৭ কারণ যেরুসালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।
আহা, আমিই সুখী,
যদি তোমার গৌরব দেখবার জন্য ও স্বর্গেশ্বরের স্তুতিবাদ করার জন্য
আমার বংশের একটা অবশিষ্টাংশ থাকে।
নীলকান্তমণি ও মরকতমণিতেই পুনর্নির্মিত হবে যেরুসালেমের তোরণদ্বার,
রত্ন-মণিতেই তার সমস্ত প্রাচীর।
যেরুসালেমের দুর্গমিনার সোনাতে নির্মিত হবে,
খাঁটি সোনাতেই তার প্রাকার সকল।
যেরুসালেমের যত রাস্তা-ঘাটে
পদ্মরাগমণি ও ওফিরের মণি পাতা হবে।
১৮ যেরুসালেমের তোরণদ্বারে আনন্দের সঙ্গীত ধ্বনিত হবে,
তার সকল বাড়ি-ঘর গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া !
ধন্য ইস্রায়েলের পরমেশ্বর ;
তারাও ধন্য, যারা তাঁর পবিত্র নাম ধন্য করবে
যুগে যুগে চিরকাল !'

১৪ এইখানে তোবিতের স্তুতিগানের সমাপ্তি।

নিনিভে

২ তোবিত একশ’ বারো বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন, তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে নিনিভেতে সমাধি দেওয়া হল।
তিনি যখন অন্ধ হন, তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর; সুস্থতা ফিরে পাবার পর তিনি সুখে জীবনযাপন করলেন, অর্থদান
অনুশীলন করলেন, এবং অবিরত ঈশ্বরকে ধন্য বললেন ও তাঁর মহত্ত্বের স্তুতিবাদ করে চললেন।
৩ তাঁর মৃত্যুক্ষণে তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে কাছে ডেকে তাঁকে এই নির্দেশবাণী দিলেন: ৪ ‘সন্তান, তোমার
ছেলেমেয়েদের নিয়ে শীঘ্রই মেদিয়া অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নাও, কেননা নিনিভের উপরে নাহুমের মুখ দিয়ে ঈশ্বর যে
বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমি বিশ্বাস করি। ঈশ্বর যাঁদের প্রেরণ করেছেন, ইস্রায়েলের সেই নবীরা
যেমন ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন, সমস্ত কিছুই সেইমত সিদ্ধিলাভ করবে, আসিরিয়া ও নিনিভের বিষয়ে সমস্ত কিছু
সেইমত বাস্তব হবে: তাঁদের একটা বাণীও ব্যর্থ হবে না। সময়মত সমস্ত কিছু ঘটবে। আসিরিয়া ও বাবিলনের চেয়ে
মেদিয়াতেই বেশি নিরাপত্তা থাকবে; কেননা আমি জানি ও বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর যা কিছু বলে দিয়েছেন, তা
সিদ্ধিলাভ করবে, তা ঘটবেই, ভবিষ্যদ্বাণীর একটা শব্দও ব্যর্থ হবে না। ইস্রায়েল দেশে বাস করে আমাদের যে সকল
ভাই, তারা সকলে বিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সুন্দর দেশ থেকে তাদের বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, এবং গোটা
ইস্রায়েল দেশ মরুপ্রান্তর হবে। সামারিয়া ও যেরুসালেমও মরুপ্রান্তর হবে, এবং ঈশ্বরের গৃহ—এক কাল পর্যন্ত—
উৎসন্ন ও পোড়া অবস্থায় পড়ে থাকবে। ৫ পরে ঈশ্বর তাদের প্রতি আবার দয়া করবেন ও ইস্রায়েল দেশে তাদের
ফিরিয়ে আনবেন। তারা গৃহটি পুনর্নির্মাণ করবেন, যদিও তা প্রথমটার মত সুন্দর হবে না—যতদিন না দিনগুলির
সংখ্যা পূর্ণ হয়। পরে তারা সকলে নির্বাসনের দেশ থেকে ফিরবে, যেরুসালেমকে তার আপন পূর্ণ মহিমায় পুনর্নির্মাণ
করবে, ঈশ্বরের গৃহটিও পুনর্নির্মিত হবে, যেমনটি ইস্রায়েলের নবীরা আগে বলে দিয়েছেন। ৬ পৃথিবীর উপরে যত
জাতি রয়েছে, তারা সকলে ফিরবে ও সত্যের শরণে ঈশ্বরকে ভয় করবে। সকলে তাদের সেই মিথ্যা-দেবতাদের
ত্যাগ করবে, যারা মিথ্যায় তাদের পথভ্রষ্ট করেছে, এবং ধর্মময়তা-পালনে সর্বযুগের ঈশ্বরকে ধন্য বলবে। ৭ সেই
দিনগুলিতে রেহাই পাওয়া সকল ইস্রায়েল সন্তান সরল অন্তরে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে, সমবেত হয়ে যেরুসালেমে
আসবে, এবং আব্রাহামের দেশে সবসময়ের মত নির্ভয়ে বাস করবে—দেশটি তাদেরই হবে। যারা সত্যের শরণে
ঈশ্বরকে ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে; কিন্তু যারা পাপ ও অপকর্ম করে, তারা সারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হবে।
৮ এখন, সন্তানেরা, তোমাদের কাছে একটি আজ্ঞা রেখে যাচ্ছি: সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে
প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর। তোমাদের ছেলেদেরও তোমরা ন্যায্যতা পালন করা, অর্থদান অনুশীলন করা,
ঈশ্বরকে স্মরণ করা, তাঁর নাম সর্বদাই ধন্য বলা—সত্যের শরণে ও যথাশক্তিতেই তা করার আদেশ শেখাবে। ৯ তবে
তুমি, সন্তান, একদিন নিনিভে ছেড়ে চলে যাও, এখানে আর থেকো না। আমার পাশে তোমার মাতাকে সমাধি
দেওয়ার পর, সেই একই দিনে তোমাকে নিনিভের সীমানার অভ্যন্তরে থাকতে হবে না। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি,
তার মধ্যে বড় অধর্ম ও বড় শঠতা জয়ী হবে, কিন্তু লোকে তাতে লজ্জাবোধ করে না। ১০ সন্তান, বিবেচনা করে দেখ,
সেই নাদাব তার পালক-পিতা আহিকারের প্রতি কেমন ব্যবহার করল। সে কি জিয়ন্তই অধোলোকে নেমে যেতে বাধ্য
হয়নি? কিন্তু ঈশ্বর অপরাধীর মুখের উপরেই সেই অপরাধ ফিরিয়ে দিলেন: বস্তুত আহিকার আলোতে ফিরে এল,
কিন্তু নাদাব চিরন্তন অন্ধকারের মধ্যে গেল, কেননা আহিকারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। অর্থদান অনুশীলন
করেছিল বলে আহিকার নাদাবের পাতা মৃত্যু-ফাঁস এড়াল, কিন্তু নাদাব সেই ফাঁসে পড়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই
ঘটাল। ১১ তাই, সন্তানেরা, অর্থদানের ফল কী ও শঠতা কোথায় চালনা করে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, শঠতা
মৃত্যুতেই চালনা করে। কিন্তু দেখ, আমার প্রাণ এবার যাচ্ছে!’ তারা তাঁকে আবার শয্যায় শুইয়ে রাখল; তিনি
মরলেন, ও তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল।
১২ মাতার মৃত্যু হলে তোবিয়াস তাঁকে পিতার পাশে সমাধি দিলেন, পরে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মেদিয়ার দিকে রওনা
হলেন। তিনি এক্‌বাতানায় তাঁর শ্বশুর রাগুয়েলের কাছে বসবাস করলেন; ১৩ শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি তাঁদের বার্ধক্যে
সম্মানের সঙ্গে যত্নবান হলেন, তাঁদের এক্‌বাতানায়, মেদিয়াতে, সমাধি দিলেন। ১৪ তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতের
সম্পত্তি বাদে রাগুয়েলের সম্পত্তিও উত্তরাধিকাররূপে পেলেন। সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিনি একশ’ সাতার বছর
বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন। ১৫ মৃত্যুর আগে তিনি নিনিভের সর্বনাশের কথা শুনতে পেলেন, আর মেদিয়ার রাজা
কিয়াক্সারেস বন্দি অবস্থায় যাদের মেদিয়াতে নিয়ে গেলেন, তিনি নিনিভের সেই সকল মানুষকেও দেখতে পেলেন।
নিনিভে ও আসিরিয়ার লোকদের প্রতি ঈশ্বর যে দশা ঘটিয়েছিলেন, তার জন্য তোবিত ঈশ্বরকে ধন্য বললেন। তাই
মৃত্যুর আগে তিনি নিনিভের দশার জন্য আনন্দ করার সুযোগ পেলেন এবং প্রভু ঈশ্বরকে ধন্য বললেন চিরদিন
চিরকাল। আমেন।